দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আজ

নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়

নেজামুল মূলক তূসীর নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক কীর্তি। "নেজামিয়া মাদ্রাসা" নামে খ্যাত হলেও এটি ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ ও অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

আবু 'আলী হাসান কেওয়ামুদ্দীন নেজামুল মূলক তূসী ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী প্রসিদ্ধ আলেম এবং বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর দরবারে সর্বদা জ্ঞানী-গুণী, ফকীহ, সাধক-বুজর্গদের সমাগম থাকত। তিনি সমগ্র দেশে নেজামিয়া মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের রাজকীয় ভাণ্ডার হতে অর্থ মঞ্জুর করা হত। তিনি নামাজের আজান শুনামাত্র যত জরুরী কাজই থাকত না কেন, কাজ ছেড়ে নামাজের জন্য চলে যেতেন এবং নামাজ শেষ করে অসমাপ্ত কাজ সমাধা করতেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের আমলে যে সব অবৈধ কর আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলো তিনি উঠিয়েছেন। মাল্লেক শাহ সেলজুকীর প্রধানমন্ত্রী নেজামুল মূলক তূসী তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী আমিদুল মূলক কিন্দ্রী কর্তৃক সুলতান তোগরলের আমলে মিম্বরে রায়েজী এবং তাদের সঙ্গে আর্শারীদের প্রতিও অভিশাপ বর্ষণের প্রথা চালু করা হয়েছিল। যার ফলে বহু ইমাম যেমন, ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-এর ওস্তাদ ইমামুল হারামাইন এবং আবুল কাশেম কোশাইরী প্রমুখ দেশ ত্যাগ করে হেজাজে চলে গিয়েছিলেন। নেজামুল মূলক এই প্রথা বন্ধ করেন এবং তাদেরকে স্বদেশে ফেরত আনেন। সেলজুকী রাষ্ট্রের নয়নমণি, ফারসী ভাষায় শাসন নীতি "সিয়াসতনামা" রচনাকারী নেজামুল মূলক বাগদাদে নেজামিয়া মাদ্রাসা কায়েম করেন। এই প্রতিষ্ঠানে শাফেয়ী ফকীহগণের ইমাম শেখ আবু ইসহাক শিরাজী শিক্ষাদান করতেন। ফকীহগণের জন্য সর্বপ্রথম এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দেখাদেখি শরফুল মূলক আবু সাদ মোহাম্মদ ইবনে মনসুর হজরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাজারে হানাফীদের জন্য একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন।

নেজামিয়া মাদ্রাসা কায়েম করতে দুই লাখ আশরাফী (মুদ্রা) ব্যয় করা হয় এবং বার্ষিক ১৫ হাজার আশরাফী মূল্যের সম্পত্তি উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্য করা হয়। এই মাদ্রাসায় তখন ৬ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত। যাদের মধ্যে রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ লোকদের এবং দরিদ্র পেশাদার লোকদের ছেলেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধনী-বিত্তশালী লোকদের ছেলেরা পিতা-মাতার অর্থে অধ্যয়ন করত এবং দরিদ্র ছেলেদের ব্যয়ভার মাদ্রাসার সম্পত্তির আয়ের দ্বারা বহন করা হত। অধ্যাপক ও শিক্ষকদেরকে পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা প্রদান করা হত।

এই আদিম শাসন বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম নেজামিয়ার নির্মাণ কার্য ৪৫৮-৫৯ হিজরী সালে সম্পন্ন হয়। মতান্তরে ১০৬০ খৃস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহু জিনিস ইউরোপের প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রহণ করা হয়। যেমন "দারুল এ কামা" বা হোস্টেল একটি। হয়তঃ নেজামিয়া মাদ্রাসা লেকচারারগণ চবুতরায় দাঁড়িয়ে পাঠ দিতেন এবং ছাত্ররা নীচে বসে লিখিত বা মৌখিক প্রশ্ন করতেন। ইমাম গাজ্জালী চার বছর এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের পরও এই মাদ্রাসা অক্ষুণ্ণ-নিরাপদে ছিল। অতঃপর মোস্তান সেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশাল কুতুবখানা ছিল। এখানে অবস্থানরত ছাত্রদের জন্য গোসলখানা এবং বাবুর্চিখানারও ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে কেবল বাগদাদেই এর অনুকরণে ৩০টি দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মুসলিম শহর-বন্দরে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগদাদের নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয় হিজরী ৪৫৮-৫৯/১০৬৫-৬৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।

—সাকী